দৈনিক ইত্তেফাক 06

তারিখ 0 1 MAY 1992
পৃষ্ঠা 7 কলাম 9

বাংলাদেশে সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে

..........ইউনিসেফ প্রধান

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক জেমস পি গ্রান্ট গতকাল বৃহস্পতিবার স্থানীয় একটি হোটেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশে ইউনিসেফের বিভিন্ন কমসূচী বর্ণনা করিয়া বলেন, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, মৌলিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে। জেমস পি গ্রান্ট তিনদিনের সফরে বুধবার ঢাকা আসিয়াছেন। তিনি বলেন, ষাটের দশকে বাংলা-

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ইউনিসেফ প্রধান

(১ম পৃঃ পর)

দেশে ওর‍্যাল স্যালাইন আবিষ্কার হইলেও তখন শতকরা মাত্র ১ ভাগ মা এ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কিন্তু আজ অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। টিকা গ্রহণকারী শিশুর সংখ্যা ১৯৮৭ সালে ছিল শতকরা মাত্র ৫ ভাগ। এখন ইহা প্রায় ৮১ ভাগে পেঁছিয়াছে। গত ৫ বছরে পৃথিবী এত পরিবর্তিত হইয়াছে, যাহা অর্ধশতাব্দীতেও হয় নাই। ক্ষমতার ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণ, বাজার অর্থনীতি প্রবর্তন এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিস্তৃত হওয়ার ফলে জনগণের সংকট সমাধান সহজ হইয়াছে। আয়োডাইজড লবণ উৎপাদনে ইউনিসেফের সহযোগিতার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, জনগণকে আয়োডাইজড লবণ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। কারণ আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড রোগ এবং বুদ্ধিভ্রষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটে। সার্বজনীন শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বর্তমান ব্যবস্থাকে অপর্যাপ্ত অভিহিত করিয়া তিনি বলেন এখনো, এদেশে বহু শিশু বিদ্যালয়ে যায় না। অনেক শিশুই মধ্য পর্যায়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করে। এ ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য রাজনৈতিক উদ্যোগ প্রয়োজন।

প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ

ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক বাংলাদেশে বর্ধিত সাহায্যের আশ্বাস দিয়াছেন। গতকাল ঢাকায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে তাহার দপ্তরে সাক্ষাৎকালে তিনি বলেন, বাংলাদেশ ইউনিসেফের অতি অগ্রাধিকার বিবেচনায় রহিয়াছে। উভয়ে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা, অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং টিকাদান কর্মসূচীর সফলতা সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করেন। ইউনিসেফের প্রধান নির্বাহী প্রধানমন্ত্রীকে স্কুলে শিশুদের ভর্তি ও বাদ-পড়া পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা চালু করার এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীতে অধিক হারে সমাজপতি ও সমাজকর্মীদের জড়িত করার অনুরোধ করেন।

প্রধানমন্ত্রী ইউনিসেফ প্রধানকে স্বাগত জানাইয়া বলেন, তাঁহার উল্লেখিত বিষয়গুলি ইতিমধ্যেই উন্নয়ন কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আমরা ইতিমধ্যে শিক্ষা খাতে বৃহত্তর বরাদ্দ দিয়াছি এবং স্কুল ছাড়া বিশেষতঃ ছাত্রীদের স্কুল ছাড়া রোধের ব্যবস্থা লইয়াছি। পদ্ধতিগত অগ্রগতির দিকে যাত্রায় বাঞ্ছিত ফল পাওয়ার জন্য বাংলাদেশের অধিকতর ইউনিসেফ সাহায্য দরকার। তিনি পরামর্শ দেন যে, ইউনিসেফ কর্মীবহরে বাংলাদেশ হইতে আরও লোক নেওয়া হইলে তাঁহারাও ইউনিসেফ উন্নয়ন কার্যক্রমে অবদান রাখিতে পারিবেন। গ্রান্ট এই প্রস্তাবে রাজী হন।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব সৈয়দ হাসান আহমদ, ইআরডি সচিব এনাম আহমদ চৌধুরী এবং ঢাকায় ইউনিসেফ প্রতিনিধি কোল পি ডজ উপস্থিত ছিলেন।

মিঃ গ্রান্ট গতকাল পররাষ্ট্রমন্ত্রী এএসএম মোস্তাফিজুর রহমানের সহিত তাহার দফতরে সাক্ষাৎ করেন। তাহারা শিক্ষা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফ-এর চালু এবং ভবিষ্যৎ প্রকল্প সম্পর্কে মত বিনিময় করেন। রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের জন্য ইউনিসেফ-এর আর্থিক সহায়তার জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ গ্রান্টকে ধন্যবাদ জানান।

মিঃ গ্রান্ট গতকাল স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী আবদুস সালাম তালুকদারের সহিত তাহার অফিসে সাক্ষাৎ করেন। তাহারা পল্লী এলাকায় পাকা পায়খানা নির্মাণ ও নলকূপ বসানো সংক্রান্ত জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের কর্মসূচী সম্পর্কে আলোচনা করেন।